ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ
DIPLOMA KRISHIBID INSTITUTION, BANGLADESH
প্রধান কার্যালয়
কৃষি ল্যাবরেটরী বিল্ডিং, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেইট, ঢাকা-১২১৫
ফোন ঃ ৯১৩১৫৮০, ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-২-৯১১৬৩৩২, ই-মেইল ঃ dkibbd@gmail.com, ওয়েব ঃ www.dkib.org

স্মারক নং-৯০৪ তারিখ ঃ ২৪/০৫/২০১৬ইং

অন্যায় যখন নিয়ম হয়ে ওঠে, প্রতিরোধ তখন কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়!

জামায়াতের রোকন কিভাবে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হলেন?

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ মহসীন একজন জামাতের লোক বটে এবং তিনি সক্রিয়ভাবে জামায়াতের রাজনীতির সাথে বিগত দিনে জড়িত ছিলেন, যদিও তিনি এখন আওয়ামী ঘরনার ভাব দেখাচ্ছেন। মহাপরিচালক মহোদয় ০৭/০৯/২০০৩ইং থেকে ২০/১২/২০০৬ইং তারিখ পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলায় কৃষি অফিসারের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তখন তিনি একই সাথে ব্রাহ্মণাবাড়িয়া সদরের জামাতের রোকনের দায়িত্বও পালন করেছেন বলে জানা যায়। তিনি প্রদর্শনীসহ কৃষি অফিসে বরাদ্দকৃত বিভিন্ন অর্থ আত্মসাৎ করে জামাতকে চাঁদা প্রদান করতেন। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামায়াতের জেলা আমীর জনাব নজরুল ইসলাম খাদেমকে নিয়মিত মাসিক চাঁদা পরিশোধ করতেন এবং উপজেলা কমিটির প্রতিটি সভায় অংশ গ্রহণসহ জামাতের সক্রিয় রাজনীতির সাথে জড়িত থাকার তথ্য তদন্ত সাপেক্ষে বেরিয়ে আসবে। তিনি জামাতের রোকন হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হলেন তা আমাদের জিজ্ঞাসা? তিনি যে জামাতের রোকন ছিলেন তাঁর স্বপক্ষে প্রমাণাদি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামাতের জেলা শাখায় তদন্ত করে দেখলেই সকল তথ্য পাওয়া যাবে।

প্রিয় ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ভাই ও বোনেরা,

মহাপরিচালক মহোদয় স্মারকলিপি প্রদান কারীদের বিরুদ্ধে যে অবৈধ আদেশ জারী করেছেন এবং তাঁর আদেশ প্রাপ্তির পর যেসব কৃষি কর্মকর্তা ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম করেছেন বা কৈফিয়ত তলব করেছেন, তাদেরকে অফিসিয়ালী বয়কট করার জন্য আপনাদের প্রতি উদাত্ত আহবান রইল। তবে কোন অবস্থাতেই সরকারী কার্যক্রমে অবহেলা না করে কৃষকদের সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখবেন।

এই মহাপরিচালক যতদিন তাঁর অবৈধ আদেশ প্রত্যাহার না করবেন এবং যতদিন তাঁর কৃষি কর্মকর্তাগণ ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের হায়রানী করতে থাকবেন ততদিন তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ সহ তাদের চুরির তথ্য বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশ করা একান্ত প্রয়োজন। আপনারা ন্যায়ের পক্ষে, সত্যের পক্ষে, কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষনের পক্ষে, প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থানে অটুট থাকুন এবং পরবর্তী কর্মসূচীর জন্য অপেক্ষা করুন।

বি.সি.এস কৃষি ক্যাডারের সভাপতি জনাব মুহাঃ আনোয়ার হোসেন খান বর্তমান মহাপরিচালকের প্রত্যক্ষ মদদে একের পর এক দুর্নীতি করে যাচ্ছেন। যার কিছু অংশ নিম্নে প্রকাশ করা হলো-

* তিনি উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এর বিভিন্ন কাজ কর্মের জন্য গঠিত কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। যেমন বিদেশ থেকে আগত মালাপত্র ফিউনিগেশন/শোধন করার জন্য যে কীটনাশক/বালাইনাশক ব্যবহার করা হয়ে থাকে সে সংক্রান্ত ক্রয় কমিটির সভাপতি, পাট বীজ ক্রয় সংক্রান্ত কমিটির সভাপতি ইত্যাদি। তার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে প্রতিবছর একই ঠিকাদার/সরবরাহকারী ফিউনিগেশন করার কীটনাশক/বালাই নাশক সরবরাহ করে থাকেন। অন্য কোন সরবরাহকারী প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহনই করতে পারেন না বা অংশ গ্রহণ করতে দেয়া হয় না। বিপুল পরিমান অর্থের বিনিময়ে প্রতি বছরই তিনি একই সরবরাহকারীকে কোটি কোটি টাকার কাজ পাইয়ে দেন। অফিসের ফাইল তদন্ত করলেই তার প্রমাণ মিলবে।
* অতি সম্প্রতি তিনি ফিউনিগেশন/শোধন এর জন্য যে কীটনাশক/বালাইনাশক ক্রয় করে বিভিন্ন স্থল বন্দর, সমুদ্র বন্দর এবং বিমান বন্দরে প্রেরণ করছেন তা খুবই নিম্নমানের। বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে এ ব্যপারে অভিযোগ আসছে যে উক্ত কীটনাশক/বালাইনাশক নিরাপদ নয়। ব্যবহারের সময় কখনও কখনও আগুন লেগে যায়। এ ব্যপারে চট্টগ্রাম সমুন্দ্র বন্দরসহ অন্যান্য উদ্ভিদ সংগনিরোধ অফিসে খোজ নিলেই তার প্রমাণ মিলবে।

পরবর্তী প্রকাশনায় সভাপতি মহোদয়ের আরও কিছু তথ্যসহ দুর্নীতির খতিয়ান জানার অপেক্ষায় থাকুন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

২৪/০৫/২০১৬ইং

(এ টি এম আবুল কাশেম)
সভাপতি
০১৭১১-৪৮৮৪২৫

Loc:d/dkib-a/dkib office/application